ইত্তেফাক

009

তারিখ ... 8/5/85

পৃষ্ঠা ... 2 কলাম ... 1

শিক্ষার হার

বিশ্বব্যাংকের এক সাম্প্রতিক রিপোর্টে বাংলাদেশে শিক্ষার হার বৃদ্ধির উদ্যোগ সফল হয় নাই বলিয়া মন্তব্য করা হইয়াছে। রিপোর্টটিতে বলা হয়, শিক্ষার হার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সরকারী প্রয়াস ব্যাপকভাবে অসফল হইয়াছে। দেশের বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা দরিদ্র ও ভূমিহীনদের নাগালের বাহিরে। তাছাড়া বয়স্ক শিক্ষা পদ্ধতিও ফলপ্রসূ নয়। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় কমপক্ষে দেশের ৮০ ভাগ লোক অর্থাৎ ৪ কোটি নিরক্ষরকে কার্যকরভাবে শিক্ষিত নাগরিকে পরিণত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হইয়াছিলো। কিন্তু পরে ইহা অবাস্তব গণ্য হওয়ায় বাদ দিতে হইয়াছিলো। শিক্ষার হার বাড়ানোর অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে; শুধু নিরক্ষরতা দূর করার লক্ষ্যে সাক্ষরতা অভিযান তেমন কোন আবেদন সৃষ্টি করিতে পারে নাই। এদিকে শিক্ষার এই নিম্নহার দেশে উন্নয়নের পথে এক বিরাট অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বিশ্বব্যাংকের এই রিপোর্ট হইতে দেশে শিক্ষার হার সম্পর্কিত ধারণাটি মোটামুটি স্পষ্ট হইল। দেশে যে শিক্ষার হার বাড়ে নাই বিশ্বব্যাংকের রিপোর্টটি সেই রূঢ় অথচ সত্য কথাটাই তুলিয়া ধরিয়াছে। অথচ সাক্ষরতা অভিযান ও শিক্ষা প্রসারের নানা মুখরোচক কথাবার্তা শুনিয়া অনেকের মনেই এমন ধারণা সৃষ্টি হওয়াও বিচিত্র নয় যে, দেশে সম্ভবত শিক্ষার হার যে শনৈঃ শনৈঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা যে সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থাৎ শিক্ষার হার যে তেমন বাড়ে নাই, প্রায় একই জায়গায় দাঁড়াইয়া আছে সেই তিক্ত সত্যটিই আরেকবার বিশ্বব্যাঙ্কের এই রিপোর্টের মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাই দেশে শিক্ষার প্রসার কিংবা শিক্ষার হার বৃদ্ধি লইয়া কেহ মনে মনে আত্মতৃপ্তি লাভ করিলেও করিতে পারেন, কিন্তু বাস্তব অবস্থা তাহা হইতে সম্পূর্ণ আলাদা। আর সেই হতাশাজনক চিত্রটাই ফুটিয়া উঠিয়াছে বিশ্বব্যাংকের এই রিপোর্টে।

আমরা বহুবার বলিয়াছি, শিক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধি উন্নয়নের পূর্বশর্ত। শিক্ষার প্রসার ব্যতীত উন্নয়ন সম্ভব নয়। যে সমাজ যতো উন্নত সে সমাজ ততো দক্ষ ও শিক্ষিত। জ্ঞানের কোন বিকল্প নাই। তাই শিক্ষা প্রসারের ব্যাপারটি উপেক্ষা করিয়া উন্নয়ন বা অগ্রগতি সম্ভব নয়। অথচ আমাদের দেশে সাক্ষরতা অভিযানের বহু গালভরা কথা শোনা গেলেও বাস্তব ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রসারের বিশেষ কোনো উদ্যোগ দেখা যায় নাই। গ্রামাঞ্চলের শিক্ষায়তনগুলির দিকে তাকাইলেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। দেশের গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি যেমন দুর্দশাগ্রস্ত তেমনি সমস্যাপীড়িত। এখন পর্যন্ত বহু গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের কাগজের পরিবর্তে তালপাতা ব্যবহার করিতে হয়। শিক্ষায় অনগ্রসর একটি দেশে শিক্ষাখাতে ব্যয় এখনো অপ্রতুল। অথচ আমাদের মতোই বহু দরিদ্র দেশেও শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়া স্বল্প সময়ের মধ্যে শিক্ষার হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা হইয়াছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বার্মার কথা বলা চলে। কিছুকাল আগেও বার্মায় শিক্ষার হার ছিলো খুবই নীচে। বর্তমানে সেখানে শিক্ষার হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেশের ব্যাপক দারিদ্র্য ও দুঃখ-দুর্দশা দূর করিতে হইলেও সর্বাগ্রে শিক্ষার প্রসার আবশ্যক। আমরা মনে করি এসব দিক বিবেচনা করিয়া শিক্ষা প্রসারের বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হইবে এবং সে অনুযায়ী নিরক্ষরতা দূরীকরণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হইবে।